ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

টাবুর সঙ্গে নাগার্জুনের 'পরকীয়া' নিয়ে যা বলেছিলেন স্ত্রী অমলা

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত শামি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৬১ ● কলকাতা ● ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০৩ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য বন্ধ স্কুলের পঠনপাঠন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়নি এখনও। এদিকে রাজ্যে ঢুকতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী । নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্যে আসার কথা ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। তার মধ্যে শুক্রবার রাজ্যে এসেছে ১০০ কোম্পানি আধা সেনা। তাঁদের থাকার জন্য বন্ধ হয়েছে উত্তর কলকাতার বেথুন-সহ একাধিক স্কুলের পঠনপাঠন।অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা দৃষ্টিকটুভাবে অবনতির জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায় এত পরিমাণে আসতে বাধ্য হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার। আর বাহিনী এলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তো করতেই হবে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য ঠিক করুক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তাঁরা কোথায় রাখবে।"

তবে স্কুলগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার বিষয়ে কিছুই জানে না মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এ বিষয়ে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে জানান, তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি। পর্ষদ সভাপতির কথায়, "বিষয়টি আমি শুনেছি। মার্চের প্রথম দিন থেকেই যদি এভাবে স্কুল নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে পঠনপাঠনে ভীষণ সমস্যা হবে। সামনে পরীক্ষাও রয়েছে। পঠনপাঠনের বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে, সে বিষয়েও আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি।"এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি জানালেন, "এভাবে পঠনপাঠন বন্ধ হলে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখব আমরা।"

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য স্থানীয় থানা থেকে উত্তর কলকাতায় বেথুন স্কুলকে নোটিস দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

নন্দীগ্রাম দিবসকেই
বেছে নিলেন অভিষেক, পাঁচটি মেগা জনসভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সামনে লোকসভা নির্বাচন। নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা করেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই আবহেই রাজ্যে এসে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রধানমন্ত্রী পর পর সভা করছেন বাংলায়। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেডের সভা ডাকা হয়েছে। এখানে প্রধান বক্তা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া ব্রিগেডে সমাবেশ থেকে লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে বার্তা দিতে চলেছেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরই দলের সেনাপতি নামছেন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে। মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জিতেছিলেন। সুতরাং এই তিন কেন্দ্রে এবার ঘাসফুল ফোটাতে ভোট প্রচার শুরু

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির 'দুর্গাবাহিনীর সাফল্য'
তুলে ধরে আক্রমণ মমতাকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় মহিলা ভোট তৃণমূলকে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আনতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভোটব্যাঙ্কে ধাক্কা দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কৃষ্ণনগরের সভায় নিজের বক্তৃতার অনেকটা অংশ জুড়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।গত ২৫ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী কল্যাণী এমস হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু সেই সময়েই রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দাবি করে তাদের ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই উদ্বোধন হচ্ছে এমসের। শনিবার কৃষ্ণনগরের সভা থেকে পাশের লোকসভা আসন রাণাঘাটের কল্যাণীর কথাও টেনে আনেন মোদী। আর সেই সূত্রেও আক্রমণ করেন রাজ্যকে। তিনি বলেন, "পুরো রাজ্যে তোলাবাজি, দুর্নীতি, গুন্ডামি পুরো পারমিশন রয়েছে। কিন্তু এত বৃহত একটা কাজে তৃণমূল পরিবেশের দোহাই দিয়ে পারমিশন না-দেওয়ার কথা বলছে। তৃণমূলে আগে কমিশন তার পর পারমিশন। কমিশন না দিলে পারমিশন নেই।" তবে মোদী যে বাংলার মহিলা ভোটে ভাগ বসাতে চাইছেন তার আরও একটি প্রমাণ মিলতে চলেছে চলতি সপ্তাহেই।

এরপর ৩ পাতায়

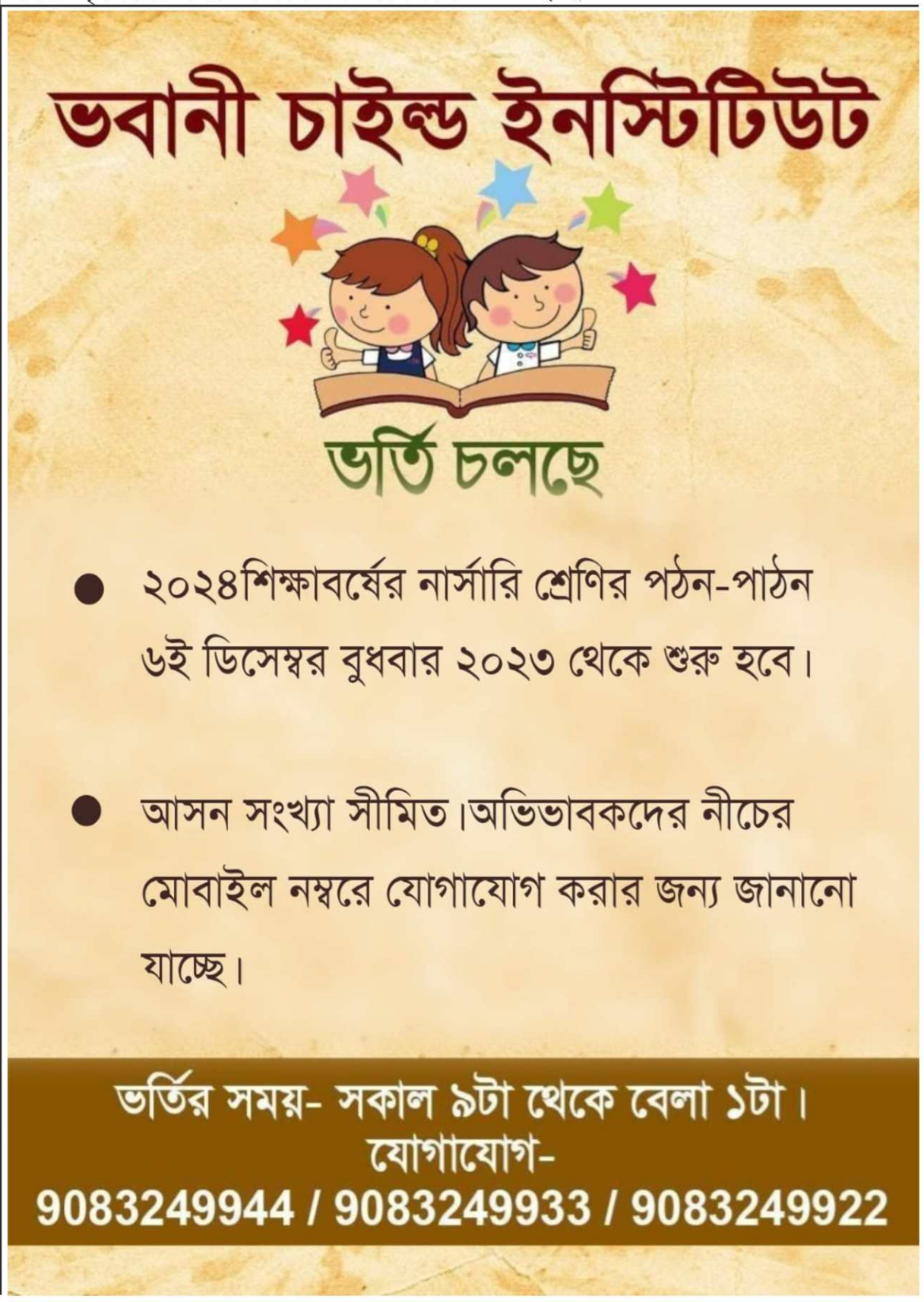

মুখপাত্র' পদে গৃহীত হল

কুণালের ইস্তফা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের মুখপাত্র এবং রাজ্য সম্পাদক পদ থেকে শুক্রবার ইস্তফা দিয়েছিলেন কুণাল। 'মুখপাত্র' হিসাবে কুণালের ইস্তফা গ্রহণ করে নিয়েছেন দলীয় নেতৃত্ব। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলের (সাবেক টুইটার) বায়ো থেকে তৃণমূল মুখপাত্র এবং দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পরিচয় মুছে দিয়েছিলেন কুণাল। পরিচয় হিসাবে রেখেছিলেন শুধুই 'সাংবাদিক' আর 'সমাজকর্মী'। তার পর তিনি শুক্রবারে সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, "দলের সিস্টেমে আমি মিসফিট। দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে। তা নিয়ে আমি থাকতে চাই না।"

সারদাকান্ডে জেল খাটার পরে কুণাল ধীরে ধীরে তৃণমূলে নিজের জায়গা করেছিলেন। দলের প্রধান মুখপাত্র, রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের পদ পেয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমে তিনিই দলের 'লাইন' ব্যাখ্যা করতেন। কুণাল যে জায়গায় নিজেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "আমি কুণালদার কথা শুনে ভাবি, লোকটা বলে কী করে এই ভাবে? কী সাহস!"কিন্তু 'রাজ্য সম্পাদক' পদে তাঁর ইস্তফা এখনও গৃহীত হয়নি। অর্থাত, কুণাল অতঃপর যা বলবেন, তা 'দলের লাইন' বা 'দলের বক্তব্য' হিসেবে গৃহীত হবে না। অন্য ভাবে বললে, কুণালের বক্তব্যের কোনও 'দায়' নেবে না দল।সূত্রের খবর, কালীঘাট এবং ক্যামাক স্ট্রিটের সমন্বয়েই 'মুখপাত্র' পদে কুণালের ইস্তফা গৃহীত হয়েছে। শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠিয়ে মুখপাত্র এবং রাজ্য সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন কুণাল। রাজ্য সম্পাদক পদে গৃহীত না হলেও

এরপর ৩ পাতায়

শুভেন্দুর পর কৃষ্ণনাম মোদির মুখেও,

চৈতন্যভূমে ভক্তি ও রাজনীতির মিশেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলয়ে রাম নামের ভোট কৌশল, কৃষ্ণনগরে এসে বদলে গেল কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নামে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর শনিবার সকালে কৃষ্ণনগরের মানুষের চৈতন্য আবেগকে মাথায় রেখে নরেন্দ্র মোদির মুখে শোনা গেল চৈতন্যের নাম। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ শুরুই করলেন, 'হরে কৃষ্ণ' বলে।১০০ দিনের কাজের প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলকেও কড়া সুরে আক্রমণ শানাতে দেখা যায় মোদিকে। মোদি সরব হন ভুয়ো জবকার্ড নিয়েও। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে সন্দেশখালি প্রসঙ্গও। মোদি বলেন, "মা, মাটি, মানুষের কথা বলে তৃণমূল মা-বোনেদের ভোট পেয়েছে। কিন্তু এখন মা, মাটি, মানুষ তৃণমূলের কুশাসনে কাঁদছে। সন্দেশখালির মানুষ বিচার চেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সরকার তাঁদের কথা শোনেনি। রাজ্য সরকার চাইত না যে সন্দেশখালির মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার হোক। বিজেপির প্রতিবাদ দেখে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার।" একইসঙ্গে চেনা ছকে দুর্নীতি, নারী নির্যাতন ইস্যুতে কড়া সুরে বিঁধলেন তৃণমূলকে।

এদিন জনসভার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী তুলে দেন শ্রী চৈতন্যের একটি ছবি। কৃষ্ণ নামে শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনের কথা তুলে ধরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন সুকান্ত। তিনি বলেন, "এখানে রাম নাম করতে দেওয়া হয় না।" একইসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে শোনা যায়, শ্রী চৈতন্য দেবের প্রেম, ভালবাসা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এই মাটি থেকে। কৃষ্ণনগরের জনগনকে কাছে টানতে ধর্মীয় আবেগকে উসকে দিতে ভোলেননি মোদি। এদিন কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে মোদি বলেন, "এই জায়গা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থল।

এরপর ৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'দিদি ও দিদি' উধাও,

মমতার যে ভোটে থাবা বসাতে চাইছেন মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় মহিলাদের বড় অংশের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাবরই একটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। একুশের বিধানসভা ভোটের ফলাফলেও তা বেশ স্পষ্ট ছিল। সে ভোটে উপরি অনুঘটক বলতে ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রতিশ্রুতি। গত দু'বছর ধরে নিয়োগ দুর্নীতি ও রেশন কেলেঙ্কারি নিয়ে বাংলার রাজনীতি এমনিতেই সরগরম। দুই মন্ত্রী গ্রেফতার হয়েছেন। এক মন্ত্রীর বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে নগদ ও সোনা মিলিয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ধন সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লোকসভার ভোট প্রচারে এসব যে উঠবেই তা বলাবাহুল্য। কিন্তু বাংলায় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিষয় নিয়ে প্রচার নতুন নয়। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় থেকে লাগাতার গত দশ বছর ধরে তা চলছে। বিজেপির অনেকের এখন ধারণা, মহিলাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মজবুত জনভিত্তিই শাসক দলের অন্যতম সম্পদ। হিসাব করলে দেখা যাবে, রাজ্যের মোট ভোটারের অর্ধেকই মহিলা। তাই সেই জনভিত্তির ভাগ না পেলে ভাল ফল করা মুশকিল।

বস্তুত ভোট মরশুমে গ্রাম, শহরের মহিলাদের খুশি করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ভাতা দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছেন। ভরা ভোটের মাঝে অর্থাত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সেই বর্ধিত ভাতা প্রায় ২ কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকেও যাবে। একেই মোকবিলা করতে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর সেই কারণেই সন্দেশখালির মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ বিজেপির এখন বড় হাতিয়ার। লোকসভা ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ইস্যুটি টেনে নিয়ে যেতে চাইবেন শুভেন্দু-সুকান্তরা।কেউ কেউ মনে করেন, মমতার রাজনৈতিক উত্থানের নেপথ্যে অভাবি পরিবারের এক মেয়ের একার লড়াইয়ের কাহিনী রয়েছে। রাজনীতি নির্বিশেষে সেও হয়তো অনুপ্রাণিত করে অনেককেই। সম্ভবত সে কারণেই একুশের বিধানসভা ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী মমতাকে যেভাবে 'দিদি ও দিদি' বলে খোঁচা দিয়েছিলেন, তা রুচিশীল মনে হয়নি রাজ্যের বহু মানুষের।শুক্রবার বাংলায় এসে তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি আক্রমণেই গেলেন না প্রধানমন্ত্রী। দিদি ও দিদি টাইপের কোনও খোঁচাও দিলেন না। তবে সন্দেশখালির ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলার মহিলাদের মমতার বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখর করার কোনও চেষ্টাও ছাড়লেন না প্রধানমন্ত্রী।

সন্দেশখালির স্মৃতি এখন তাজা। সেখানে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের অসন্তোষ রয়েছে। ক্ষোভ রয়েছে মহিলাদের। তা আরও উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিজেপির রাজ্য নেতারা যেভাবে সন্দেশখালির মা বোনেদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাকে সাধুবাদ জানাই। তাঁদের আন্দোলনের কারণেই এখানকার সরকার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। নইলে কার প্রশ্রয়ে সে দু'মাস ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে তো বোঝাই যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমি অবাক হয়ে যাই, কিছু লোকের ভোট সন্দেশখালির মহিলাদের আব্রুর থেকে বড় হয়ে গেল!' সন্দেশখালির ঘটনা গোটা দেশের সামনে বাংলাকে অপমান করেছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।'

এখানেই শেষ নয়, সন্দেশখালির ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলার মুসলিম মহিলাদেরও এদিন বার্তা দিতে চেয়েছেন মোদী। তাঁর কথায়,'তৃণমূলের অহঙ্কার হল তাদের একটা নিশ্চিত ভোট ব্যাঙ্ক রয়েছে। এবার তৃণমূলের সেই অহঙ্কার ঘুচবে। এবার মুসলিম মা বোনেরাও তৃণমূলের গুণ্ডারাজকে উপড়ে ফেলতে এগিয়ে আসবে।'

ছত্তীসগড়ে খুন বিজেপি নেতা,

১ বছরে পদ্ম শিবিরের ৮জন মাওবাদী হামলার শিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছত্তীসগড়ে ফের মাওবাদী হামলার শিকার হয়েছেন এক বিজেপি নেতা। রাজ্যের বিজাপুর জেলায় শুক্রবার রাতে মাওবাদীরা ওই বিজেপি নেতাকে রাস্তার উপর কুপিয়ে খুন করে।গত নভেম্বর পর্যন্ত ছত্তীসগড়ে কংগ্রেস সরকার ছিল। এক বছরের ব্যবধানে সেখানে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরেছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালে মাওবাদী হামলার ঘটনা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ লেগেই থাকত। কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল মাওবাদীদের দমনে বারবার আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলতেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অভিযোগ ছিল, রাজ্যের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই খারাপ। পালাবদলের পর ছত্তীসগড়ে এখন বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার ক্ষমতায়। তাতে মাওবাদীদের সক্রিয়তায় লাগাম পড়েনি। আগের মতোই তারা সক্রিয়। সম্প্রতি আধা সেনার উপর হামলার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে।পুলিশ জানিয়েছে নিহতের নাম ত্রিপুতি কটলা। তিনি জনপত পঞ্চায়েতের সদস্য।একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য রাত ৮টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বের হন গাড়ি ধরার জন্য। বাড়ির অদূরেই তাঁর উপর হামলা চালায় মাওবাদীরা। ত্রিপুতি হলেন ছত্তীসগড়ে এ বছর মাওবাদীদের পয়লা বলি।

পুলিশ জানিয়েছে, গত এক বছরে ছত্তীসগড়ে মাওবাদী হামলার বলি হয়েছেন আটজন বিজেপি নেতা। গত ডিসেম্বরে নারায়ণপুর জেলায় কমল মাঝি নামে এক বিজেপি নেতাকে নকশালরা খুন করে। তার আগের মাসে ওই জেলাতেই বিজেপির নির্বাচন কমিটির সদস্য রতন দুবে মাওবাদী হামলায় মারা যান।

শেহ শাহজাহানদের বাড়বাড়ন্ত কীভাবে? 'ফাঁস' করলেন মীনাক্ষী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডিওয়াইএফআই'য়ের বসিরহাটের এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে একেবারে ধুন্ধুমার অবস্থা। পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়ালেন নেতা-কর্মীরা। ব্যারিকেড ভেঙে এসপি অফিসে ঢোকার চেষ্টা। আর এরপরেই পুলিশের তরফে পালটা লাঠিচার্জ করা হয়। আর তা নিয়ে একেবারে হুলস্থুল বেঁধে যায় এলাকায়।আর এই অভিযান ঘিরে পুলিশের তরফেও পালটা ব্যারিকেড করা হয়। মিছিল সেখানে পৌঁছতেউ সেই ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন নেতা-কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। প্রবল ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পালটা পুলিশের তরফে ডিওয়াইএফআই কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। যা নিয়ে একেবারে হুলস্থুল বেঁধে যায়। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তাতেই অবস্থানে বসে যান ডিওয়াইএফআই কর্মীরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রায় ঘন্টাখানেক হয়ে গিয়েছে অবস্থান চলছে সেখানে। বিশাল পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে। এই মিছিল কর্মসূচি ঘিরে গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।অন্যদিকে পুলিশের সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়েছেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী। যার ফলে বসিরহাট তেঁতলিয়া সহ গোটা রাস্তা জুড়ে তুমুল যানজট তৈরি হয়েছে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের দাবি, পুলিশ ডেপুটেশন না নেওয়া পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। অন্যদিকে পুলিশের তরফে নেতা-কর্মীদের বুঝিয়ে রাস্তা ফাঁকা করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যদিও তা কানে তুলতে নারাজ ডিওয়াইএফআই নেতা-কর্মীরা। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে বাংলায় শেখ শাহজানদের বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। যা ইচ্ছা তাই করছে। পুলিশের নাকের ডগাতেই লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না বলে মন্তব্য ডিওয়াইএফআই নেত্রী। এমনকি পুলিশের ঘেরাটোপেই শেখ শাহজানরা বাংলায় লুকিয়ে রয়েছে বলে দাবি তাঁর। আর এই সমস্ত বিষয়ে জোরদার আন্দোলন হবে বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী। বলে রাখা প্রয়োজন, সন্দেশখালি সহ একাধিক ইস্যুতে উত্তপ্ত বাংলা। আর এই

এরপর ৩ পাতায়

২ পাতার পর

শুভেন্দুর পর কৃষ্ণনাম মোদির মুখেও, চৈতন্যভূমে ভক্তি ও রাজনীতির মিশেল

ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পরম প্রচারক তিনি। আমি তাঁর পায়ে প্রণাম জানাই। আমি ভাগ্যবান সম্প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৈরি দ্বারিকা নগর যা বর্তমানে সমুদ্রের নিচে আমি সেখান থেকেও ঘুরে এসেছি।"তবে চৈতন্য নামের আবেগকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি মতুয়া ভোটের দিকেও বাড়তি নজর ছিল বিজেপির। সিএএ নিয়ে একটি শব্দ খরচ না করলেও মতুয়াদের কথা মাথায় রেখে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানান, ১১ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে রঘুনাথপুর এসটিপিপি ফেজ-২১, ৬৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন তৈরি হয়েছে। আজিমগঞ্জ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত নতুন রেললাইনের সূচনা হয়েছে। রামপুরহাট থেকে মুরারই পর্যন্ত ২৯.৪৮ কিলোমিটার থার্ড রেল পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গবাসী। উল্লেখ্য, এই এলাকাগুলিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য বেশি।

১-ম পাতার পর

নন্দীগ্রাম দিবসকেই বেছে নিলেন অভিষেক, পাঁচটি মেগা জনসভা

করতে চলেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে এই ব্রিগেড সমাবেশের পর পাঁচটি মেগা জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে সেই সভার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে ব্রিগেডেরই পরই বাংলায় প্রচার শুরু করতে নামছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জোরকদমে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। জনগর্জন সভার পরই জেলায় পাঁচটি জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই সভার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রিগেডের পর টানা জনসভার কর্মসূচি রয়েছে অভিষেকের। ১৪ মার্চ থেকে শুরু হবে সেই জনসভার কর্মসূচি। লোকসভা কেন্দ্র ধরে ধরে জনসভা করবেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। নন্দীগ্রাম দিবসের দিন থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন তিনি জলপাইগুড়িতে সভা করবেন।অন্যদিকে এরপর ১৬ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে অভিষেকের সভা আছে। তারপর অভিষেক আবার যাবেন উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে জনসভা করবেন ১৮ মার্চ। সেখান থেকে আবার দক্ষিণবঙ্গে ভোটপ্রচার করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ মার্চ বসিরহাট এবং ২২ মার্চ পূর্ব বর্ধমানে জনসভা করতে যাবেন অভিষেক। সম্প্রতি সন্দেশখালি ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে বসিরহাটে অভিষেকের জনসভা অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুরের দুটি লোকসভা কেন্দ্রই ২০১৯ সালে গিয়েছিল বিজেপির দখলে।জলপাইগুড়ির সাংসদ হন জয়ন্তকুমার রায় আর বালুরঘাটে জয়ী হন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

২ পাতার পর

মুখপাত্র' পদে গৃহীত হল কুণালের ইস্তফা

মুখপাত্র পদে তাঁর ইস্তফা গৃহীত হয়েছে বলেই খবর। গোটা ঘটনাপ্রবাহে দলের শীর্ষনেতৃত্ব যে ক্ষুব্ধ, তা-ও তৃণমূলের প্রথম সারির নেতারা একান্ত আলোচনায় গোপন করছেন না। দলের নেতারা মনে করছেন, এই ধরনের প্রবণতা অনেক সময়েই 'সংক্রামক' হয়। লোকসভা ভোটের আগে তা ছড়াতে শুরু করলে তা তৃণমূলের জন্য 'স্বাস্থ্যকর' হত না। তাই বিলম্ব না-করে মুখপাত্রের পদে তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করে নিয়েছে দল। ওই পদক্ষেপের মাধ্যমে কুণালকে প্রয়োজনীয় 'বার্তা'ও দেওয়া হয়েছে বলে জানাচ্ছেন দলের নেতারা। এর পর কুণাল আরও কোনও প্রকাশ্য মন্তব্য করেন কি না, তার দিকেও নজর রাখছে দল। তেমন হলে কি আরও কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে? এক নেতার বক্তব্য, "দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল!"প্রসঙ্গত, এর আগেও এক বার কুণালকে মুখপাত্র হিসেবে 'সেন্সর' করেছিল দল। কিন্তু তার পরে কুণালকে আবার মুখপাত্রের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ বার তার পুনরাবৃত্তি হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না।

প্রবীণ রাজনীতিকদের বক্তব্য, এক জন মুখপাত্র শুধুমাত্র দলের অবস্থানই বলবেন। সেটাই তাঁর কাজ। তাঁর কোনও আলাদা পছন্দ বা অপছন্দ থাকতে পারে না। কিন্তু কুণাল এ ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ দেখিয়েছেন। দলের এক নেতার বক্তব্য, "মুখপাত্র হিসেবে কুণাল তাঁর ভূমিকা অতিক্রম করে গিয়েছেন। অথবা দলের কেউ কেউ তাঁকে ব্যবহার করেছেন। নিজের স্পষ্টবাদিতার কারণে কুণাল দলের অন্দরে অনেক শত্রুও তৈরি করে ফেলেছেন।" দলীয় সূত্রের খবর, কুণাল যে ভাবে ক্রমান্বয়ে দলের প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে তোপ দাগছেন, তা ভাল ভাবে নেননি এবং নিচ্ছেন না শীর্ষনেতৃত্ব। দলের এক নেতার কথায়, "দলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতেই পারে। কিন্তু সেটা দলের মধ্যেই বলা উচিত। যে ভাবে উনি লাগাতার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিষোদ্গার করছেন, তা আর যা-ই হোক, দলকে সাহায্য করছে না।" ওই প্রবীণ নেতার আরও বক্তব্য, "দল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে ওঁর বক্তব্য সমর্থন করে না।"

বস্তুত, কুণাল প্রকাশ্যে এই ভাবে সুদীপের বিরোধিতা করে পরোক্ষে তাঁর প্রার্থিপদ আরও 'নিশ্চিত' করে দিচ্ছেন বলেই দলের একাংশের বক্তব্য। দলের এক প্রথম সারির নেতার কথায়, ''সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গোটা পর্বে একটি কথাও বলেননি। কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। চুপচাপ গোটাটা হজম করছেন। সেটাই ওঁর পক্ষে চলে যাচ্ছে।" কুণাল যে ভাবে সুদীপ বনিদ অবস্থায় ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে চিকিতসাধীন থাকার সময় তাঁর বিল ইত্যাদি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি তুলেছেন, দল তা-ও সুনজরে দেখছে না। কুণাল তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে ওই বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। দাবি জানিয়েছেন সুদীপের পুনরায় গ্রেফতারিরও। কিন্তু দলের অন্দরে কুণালের বিরোধীরা আরও একটি বিষয় উল্লেখ করছেন। তাঁদের বক্তব্য, কুণাল যে ভাবে ওই পোস্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর এবং সিবিআইকে 'ট্যাগ' করেছেন, তা 'দলবিরোধী'। এমনই এক নেতার প্রশ্ন, "কুণাল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ তুলছেন। কিন্তু উনি যে ভাবে ওই পোস্ট করেছেন, তাতে তো তিনিই বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছেন! ওই পোস্টে নইলে ইডির ডিরেক্টর আর সিবিআইকে ট্যাগ করার অর্থ কী?" ওই নেতার আরও বক্তব্য, "ভোট যখন দুয়ারে এসে পড়েছে, তখন প্রকাশ্যে এসব কথা বলা কি উচিত?"তবে ওই পোস্ট নিয়ে কুণাল আর কথা বাড়াতে রাজি হননি। ওই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছেন, "আমি ওই পোস্ট নিয়ে আর কোনও মন্তব্য করছি না। আমার মুখে কুলুপ আঁটা আঁটা আছে। উপরওয়ালার নির্দেশ।"

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য বন্ধ স্কুলের পঠনপাঠন

হয়েছে পুলিশের তরফে। নোটিসের জেরেই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন বন্ধ করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নবম ও দশম শ্রেণিতে অর্ধেক ক্লাস হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জেরে শুধু শুক্রবার নয়, আগামী দিনেও পঠনপাঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার ব্যবস্থা হওয়ায় পঠনপাঠন বন্ধ হয়েছে আনন্দপুর, মেটিয়াবুরুজ, যাদবপুর, তিলজলার একাধিক স্কুলে।এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "এখনও ভোটের দিন ঘোষণা হয়নি। এত তাড়াহুড়ো কীসের বুঝতে পারছি না। এভাবে পঠনপাঠন বন্ধ হলে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি লিখব আমরা।" এদিকে শুধু কলকাতার স্কুল নয়, রাজ্যের আরও নানান প্রান্তে দফায় দফায় আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেখানেও স্কুলগুলিতে পঠনপাঠনে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

এদিকে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই ঘটনায় কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী সেটা রাজ্য এবং নির্বাচন কমিশন মিলে ঠিক করুক। কিন্তু কোনওভাবেই লেখাপড়ার বারোটা বাজিয়ে কিছু করা যাবে না। এমনিতে রাজ্যে স্কুলগুলি উঠে যাওয়ার মুখে প্রায়। তার মধ্যে এসব বিষয় কাম্য নয়।"

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালির 'দুর্গাবাহিনীর সাফল্য' তুলে ধরে আক্রমণ মমতাকে

সন্দেশখালির জেলাতেই, বারাসতের কাছাড়ি মাঠে আগামী বৃহস্পতিবার আবার সভা রয়েছে মোদীর। সেটি মহিলা সম্মেলন হবে বলে জানিয়েছে রাজ্য বিজেপি। শুক্রবার আরামবাগের সভায় মোদীর আবেদন ছিল মমতার মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের প্রতি। শনিবার সন্দেশখালির প্রসঙ্গে তুলে তিনি রাজ্যের মহিলাদের স্বার্থের বিপরীতে দাঁড় করাতে চেয়েছেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে।গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। মাসে মাসে মহিলাদের ৫০০ টাকা করে দেওয়া শুরু হয়েছিল ভোটের পরে। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের মোট মহিলা ভোটারের সিংভাগই সেই প্রকল্পের আওতায়। আবার ভাতা দ্বিগুণ করার ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে রাজ্য বাজেটে। এই অবস্থায় তৃণমূলের ভাল ফলের জন্য অঙ্কে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব মহিলা ভোটেই। সেটা বোঝেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শুক্রবারের সভায় ততটা না হলেও, শনিবার তাঁর বক্তৃতার অনেকটা সময় তিনি দিয়েছেন মহিলা ভোটের দিকে তাকিয়ে। সেই লক্ষ্য স্পষ্ট করেই মোদী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল মা-মাটি-মানুষের স্লোগান দিয়ে ভোট নিয়েছে। কিন্তু আজ মা মাটি মানুষ সবাই কাঁদছে। সন্দেশখালির মানুষ বিচার চেয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সরকার ওদের কথা শোনেনি। "সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মূল অভিযুক্ত শাহজাহান শেখের নাম না-নিয়েও মোদী বলেন, "বাংলায় পুলিশ নয়, অপরাধী ঠিক করে তাকে কখন গ্রেফতার করা হবে, কখন সে সারেন্ডার করবে। তৃণমূল সরকার কখনও চায়নি ও শাস্তি পাক। কিন্তু বাংলার নারী শক্তি মা দুর্গার রূপ ধারণ করেন। তাদের পাশে আমরা দাঁড়াই। তখন সরকার বাধ্য হয় গ্রেফতার করতে।" একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, "মহিলাদের জন্য কোনও প্রকল্প এখানে রাজ্য সরকার চালু হতে দেয় না। পুরো দেশে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও চলছে। এখানে চালু হতে দিচ্ছে না। মহিলা হেল্প লাইন চালু হয়েছে। তৃণমূল সেটা নিয়েও উদাসীন। দেশ জুড়ে ১০ কোটি উজ্জ্বলা যোজনা দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৩ লাখ অ্যাপ্লিকেশন এসেছে। কিন্তু উজ্জ্বলা কমিটি বানানো হয়নি এখানে। এরা চাইছে কেন্দ্র সরকারের প্রকল্পের সুবিধা কারা পাবে সেটা তৃণমূলের তোলাবাজরা ঠিক করবে।"মোদীর এই বক্তব্য নিয়ে অবশ্য পাল্টা আঙুল তুলেছে তৃণমূলও। শশী পাঁজা থেকে কুণাল ঘোষ প্রায় এক সুরে বলছেন্ত মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশে পর পর নারী নির্যাতন, ধর্ষণ বা হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা নিয়ে চুপ থেকে বাংলার সন্দেশখালি নিয়ে প্রচার থেকেই বোঝা যায়, এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী। মোদীর চলতি মাসের বাংলা সফর নিয়েও তাঁকে ইতিমধ্যেই 'নারী বিরোধী' তকমা দিয়েছে তৃণমূল। আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের কথায়, "পর পর যে তিনটে জায়গায় প্রধানমন্ত্রী সভা করতে আসছেন, সেই তিনটে লোকসভা কেন্দ্রেই মহিলা সাংসদ। এতেই স্পষ্ট, মোদীর প্রথম টার্গেট সংসদে সরব থাকা মহিলারাই।" ঘটনাচক্রে, শুক্রবার আরামবাগের পর শনিবার মোদী সভা করলেন কৃষ্ণনগরে, যার সাংসদ ছিলেন (বর্তমানে বহিষ্কৃত) মহুয়া মৈত্র। আগামী বুধবার তিনি সভা করবেন বারাসতে, যেখানকার সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।মোদী তাঁর শনিবারের বক্তৃতায় ১০০ দিনের কাজ নিয়েও অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, "এখানে ২৫ লাখ ভুয়ো জবকার্ড রয়েছে। যে জন্মায়নি তার নামেও কার্ড হয়েছে। যে টাকা গরিব মানুষের পাওয়ার কথা ছিল সেটা তোলাবাজরা পেয়েছে। ওদের একটাই লক্ষ্য, কেন্দ্রের প্রকল্পকে রাজ্য সরকারের স্টিকার লাগিয়ে চালানো। স্কিমকে স্ক্যামে বদলে দিয়েছে তৃণমূল। "রাজ্যের জন্য মোদী সরকার অনেক কাজ করছে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আজ ২২ হাজার কোটির বেশি প্রজেক্ট আপনাদের দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এই প্রজেক্ট পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ, বিদ্যুত, পোর্ট, পেট্রোলিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য। এতে যুব সমাজের কর্মসংস্থান হবে, উন্নতি হবে। কিন্তু এখানে যে ভাবে সরকার চলছে তাতে মানুষ হতাশ।" একই সঙ্গে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে বারবার জনাদেশ দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল অত্যাচার আর দুঃশাসনের অপর নাম হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের জন্য বাংলার উন্নতি নয়, দুর্নীতি আর পরিবারবাদ সবার আগে। তৃণমূল মানে ভ্রষ্টাচার, পরিবারবাদ। তৃণমূল বাংলার মানুষকে গরিব বানিয়ে রাখতে চায় যাতে ওদের খেলা চলতে থাকে।"

২ পাতার পর

শেহ শাহজাহানদের বাড়বাড়ন্ত কীভাবে? 'ফাঁস' করলেন মীনাক্ষী

সমস্ত ইস্যুকে সামনে রেখেই আজ শনিবার বসিরহাট এসপি অফিস অভিযানের ডাক দেয় ডিওয়াইএফআই। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। আর এই অভিযান ঘিরে পুলিশের তরফেও পালটা ব্যারিকেড করা হয়। মিছিল সেখানে পৌঁছতেউ সেই ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন নেতা-কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। প্রবল ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ০৩ মার্চ, ২০২৪ রবিবার ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩০

পুরনো চালেই' আস্থা,

লকেট-সৌমিত্রকেই 'কঠিন' বাজি জিততে পাঠাল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল বিজেপি। এর মধ্যে রয়েছেন বাংলার ২০ প্রার্থীও। এক নজরে প্রার্থী তালিকা। সেই তালিকায় যেমন ঘাটালে হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে চমকে দিয়েছে বিজেপি, তেমনই পুরনোদের মধ্যে হুগলি থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর থেকে সেই সৌমিত্র খাঁ-র উপর আস্থা রেখেছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা।অন্যদিকে, গত পাঁচ বছরে নিজের সাংসদ পদের জন্য যতটা আলোচিত হয়েছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। সাংসদের প্রাক্তন স্ত্রী, বর্তমানে তৃণমূলের নেত্রী সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে সৌমিত্রর সংঘাত, বিবাহ বিচ্ছেদের পর দিনকয়েক আগেই ফের দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানান সাংসদ নিজেই। সেই তাঁকে নিয়েও বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ ছিল বলেই দলের একাংশের বক্তব্য। মাঝে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্বও বেড়েছিল সৌমিত্র খাঁ, এমনটাই গুঞ্জন। তবে, শেষমেশ বাজিমাত করলেন সৌমিত্রই।হুগলিতে যেমন লকেট, বিষ্ণুপুরে সৌমিত্রকে নিয়ে দলের অন্দরেই ক্ষোভের কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই সব উড়িয়ে লকেট, সৌমিত্ররাই ভরসা পদ্ম শিবিরের।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে হুগলি কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের রত্না দে নাগকে প্রায় ৭৩ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন লকেট। যদিও ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে লকেটের কেন্দ্রে প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। লকেটের পাশাপাশি বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা হুগলি লোকসভার আহ্বায়ক সুবীর নাগ বা হুগলির প্রাক্তন সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের নামও উঠে আসছিল প্রার্থী হিসেবে জল্পনায়। কিন্তু এদিন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই দেখা গেল শেষ বাজি জিতলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ই।

যদিও হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লকেটের নাম ঘোষণার পরই কটাক্ষ করেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। তিনি বলেন, এর আগেও তিনি সাংসদ ছিলেন। কিন্তু তাকে পাঁচ বছর এলাকায় দেখা যায়নি। আর এবারও তাকে প্রার্থী করা হয়েছে। তাকে ৪ লক্ষ ভোটে হারাব। উল্লেখ্য বর্তমানে এই লোকসভায় সাতটি বিধানসভা তৃনমূলের দখলে রয়েছে। পাশাপাশি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চুঁচুড়া কেন্দ্রে তৃণমূলের অসিত মজুমদারের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন লকেট।

সম্পাদকীয়

রাজ্যে আসা শুরু কেন্দ্রীয় বাহিনীর

রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। জাতীয় নির্বাচন কমিশন যে সুপারিশ করেছিল তাতে, শুক্রবার ১০০ এবং ৭ মার্চ আরও ৫০ কোম্পানি মিলিয়ে মোট ১৫০ কোম্পানি বাহিনী পৌঁছে যাওয়ার কথা রাজ্যে। ভোট ঘোষণা হওয়ার আগে এত সংখ্যায় বাহিনী রাজ্যে চলে আসার উদাহরণ, এর আগে কখনও ঘটেছে বলে মনে করতে পারছেন না প্রবীণ আধিকারিকদের অনেকেই।স্কুল-কলেজের বদলে যতটা সম্ভব কর্মতীর্থ বা অন্য কোনও সরকারি ভবনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থা করাতে আগ্রহী রাজ্য। জেলা কর্তাদের কাছে এই বার্তাও দেওয়া হয়েছে বলে খবর।গত ৫ জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহের আইনশৃঙ্খলা রিপোর্ট কমিশনকে পাঠাচ্ছেন সব জেলাশাসকেরা। এর মধ্যেই ঘটে গিয়েছে সন্দেশখালি-কাণ্ড। সরাসরি ভোটের সঙ্গে যুক্ত না হলেও, আইনশৃঙ্খলার ওই সমস্যার তথ্য কমিশন পেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই ভোট ঘোষণা, এমনকি কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসার আগে এলাকায় এলাকায় আধা সেনার টহলকে খুবই তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। কমিশন সূত্রের খবর, এলাকায় পৌঁছনোর পর থেকেই মানুষের মধ্যে থেকে ভয় দূর করতে এবং আস্থা দিতে এলাকায় এলাকায় টহল দেবে বাহিনী। স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বাহিনীর বেশি করে ঘোরার কথা। কমিশন-কর্তারা জানান, বেশি সংখ্যক মানুষকে ভোটমুখী করতে সব পদক্ষেপই করা হবে।সব জেলাগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলেও, উত্তর ২৪ পরগনা পাচ্ছে তুলনায় বেশি বাহিনী। উল্লেখ্য, সন্দেশখালি রয়েছে সেই জেলাতেই। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত বাহিনী না পৌঁছলেও, পুলিশ সূত্রের খবর, রাতের মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে আসবে। বসিরহাট পুলিশ জেলার সন্দেশখালি, ন্যাজাট ও বসিরহাট থানার জন্য দুই কোম্পানি করে মোট ছ'কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে শনিবার। বারুইপুর পুলিশ জেলার কুলতলি ও বাসন্তীতে এক কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা শুক্রবার রাতের মধ্যে।কলকাতা পূর্ব ডিভিশনের কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানায় এক কোম্পানি বিএসএফ জওয়ান আসছে। তবে তাঁদের পৌঁছতে শনিবার রাত হয়ে যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর পুলিশ জেলায় দু'কোম্পানি করে বিএসএফের জওয়ানেরা ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছয় এ দিন। রাতে দুর্গাপুর থেকে দু'কোম্পানি জেলায় ঢুকেছে।

শনিবার ভোরে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নদিয়া জেলায় ঢুকবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আপাতত মেদিনীপুরের তিন জেলায় সব মিলিয়ে ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছবে। পূর্ব মেদিনীপুরে ময়নার বাকচা, পটাশপুরের মতো এলাকায় বাহিনী আসছে। পশ্চিম মেদিনীপুরেও 'ঝুঁকিপূর্ণ' এলাকায় রুট মার্চ করবে বাহিনী। বীরভূমের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানান, জেলায় তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। তার জন্য আপাতত ছ'টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে প্রাথমিক তালিকা থেকে দু'-একটি স্কুলকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার হয়রান ও হেনস্থা শিকার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

আলোচনা করছে যাতে ওই জায়গায় পুনরায় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কাগজপত্র না হয় সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভগবান আছে প্রশাসনকে সব জানানো আছে, তবে তার পরিবার মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় সহ ও তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে একাধিকবার তাদের কথাতে বেরিয়ে এসেছে ।সেই কারনে বলতে চাই

জঘন্য থেকে জঘন্যতম নোংরামিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছে গ্রামগঞ্জে, দীর্ঘ কুড়ি বছর যে পরিবারটা রাজনৈতিক সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত নয় তাদেরকে পিষে মারার চেষ্টা করছে বিভিন্নভাবে। তাহলে কি রাজনীতিক হচ্ছে বাংলার ভবিষ্যৎ, আইন বা পুলিশ প্রশাসন বলে কিছুই নেই? কেনই বা সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয়ের সরদারের পরিবারের এখানে অবস্থা! তাহলে কি রাজ্যের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা ।তবে

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সরস্বতী পূজার একটি শাস্ত্রীয় দিক আছে। পুরাণে সরস্বতী দেবীর উদ্ভব নিয়েও আছে বিশেষ উল্লেখ। ঋকবেদের দশম মণ্ডলে ঋষি মধুছন্দা গায়ত্রী ছন্দে সরস্বতী দেবীকে বন্দনা করেছেন গতিময় জীবন প্রত্যাশা করে। সংস্কৃত 'সরস' হলো পূর্ণতাপ্রদাত্রী বা জ্যোতির্ময়ী বা ঐশ্বর্যময়ী। আবার 'সরস' অর্থ জল বা জীবনের প্রশান্তি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের বিভূতি সম্মান প্রদান করা হয়

নতুন দিল্লি / ১ মার্চ ২০২৪ (এজেন্সি)। স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার অমরেন্দ্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প ও সমাজসেবা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভারত বিভূতি সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। সকলকে এই সম্মান প্রদান করেন প্রধান অতিথি বিজেপির জাতীয় সম্পাদক ডঃ অলকা গুর্জার, সিনিয়র অ্যাডভোকেট ডঃ জি.ভি. রাও, ডিজি ডিফেন্স অভয় সিং, অধ্যাপক যোগেশ কুমার, উপাচার্য মিঃ বি এন মিশ্র এবং রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংস্থার পরিচালক অমরেন্দ্র পাঠক।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যও পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব ও সমন্বয় করেন সাংবাদিক ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নভেশ কুমার। এ উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। যেখানে অ্যাডভোকেট রঞ্জিতা রাজ, ক্যাপ্টেন রমা আর্য, সিনিয়র সাংবাদিক এবং সার্ক সাংবাদিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. সমরেন্দ্র পাঠক, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র বিনিতা হরিহরন, শ্রী অভয় সিনহা, শ্রী হীরা লাল প্রধান, অধ্যাপক অমরেন্দ্র ঝা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। আধুনিক ভারতে মহিলাদের জন্য সংগ্রাম এবং মহিলাদের সমান সুযোগ এবং কৃতিত্বের বিষয়ে মতামত ভাগ করে নেয়।

ভারত বিভূতি পুরস্কার দেওয়া ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন আইপিএস আনন্দ মিশ্র, উপাচার্য ড. সাকেত কুশওয়াহা, শ্রীমতি বিনিতা হরিহরন, শ্রীমতি লায়লা পারভীন, ডক্টর ঈশা গর্গ, ডক্টর শাহীন আলম এবং শ্রীমতি অর্পিতা স্বামী।

অন্য ক্যাটাগরিতে পন্ডিত। গোবিন্দ মিশ্র, ডাঃ কুমার গৌরব, অ্যাডভোকেট জগদীশ চৌহান, শ্রী মনোজ কুমার, মিসেস নীলম ঝা, ইঞ্জিনিয়ার বেচন ঝা, মিস সুনিতা চৌধুরীকে সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শ্রী ওম ভাটি, শ্রীমতি পুষ্প দেবীকে কালা বিভূতি, শ্রী অনুজ ঝা, শ্রী নবনীত দ্বিবেদীকে শিক্ষা বিভূতি এবং অ্যাডভোকেট দীনেশ সাহু, মিঃ খোমচাঁদ সাহু, জনাব আশীষ পাঠক, মিস শমা রমন, শ্রী নন্দ কিশোরকে দেওয়া হয়। রাইকে যুব বিভূতি সম্মান দেওয়া হয়। এল.এস।

সিনেমার খবর

টাবুর সঙ্গে নাগার্জুনের 'পরকীয়া' নিয়ে যা বলেছিলেন স্ত্রী অমলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী টাবু ও দক্ষিণী অভিনেতা নাগার্জুনের প্রেম বলিউডের বহু চর্চিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। ১৯৯৮ সালে মুক্তি পায় রোম্যান্টিক কমেডি ঘরানার তেলুগু ছবি ওআভিড়া মা আভিড্ে। এই ছবির শুটিং করতে গিয়েই টাবুর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন নাগার্জুন। তার আগে পরিচালক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার সঙ্গে টাবুর সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী দিব্যা ভারতী মারা যাওয়ার পরে টাবুকেই বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছিলেন সাজিদ। কিন্তু টাবু মন দিয়ে বসেন নাগার্জুনকে। সেই প্রেম এতটাই তীব্র যে মুম্বাই ছেড়ে সোজা হায়দরাবাদ চলে যান টাবু। শোনা যায়, হায়দরাবাদে নিজের বাড়ির কাছে টাবুর জন্য একটা বাড়িও কিনেছিলেন নাগার্জুন। কিন্তু সেই গভীর প্রেমও ১০ বছর পর ভেঙে যায়।

টাবু চেয়েছিলেন নাগার্জুন তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে তাকে বিয়ে করুক। সে জন্য ১০ বছর অপেক্ষাও করেন তিনি। কিন্তু বছর দশেক অপেক্ষা করার পর টাবু বুঝতে পারেন, নাগার্জুনের পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ করা অসম্ভব। তাই সম্পর্ক ভেঙে মুম্বাই ফিরে আসেন অভিনেত্রী। সম্পর্ক ভাঙলেও নাগার্জুনকে মন থেকে মুছতে পারেননি টাবু। 'কফি উইথ করন'-এ নাগার্জুনকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি বলেছিলেন, 'জীবনে বহু প্রেমিক এসেছেন এবং গিয়েছেন। কিন্তু নাগার্জুন আমার অন্যতম কাছের মানুষ। আমার খুব ভাল বন্ধু।"

টাবুর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের গুঞ্জন চলাকালীন সে প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করেননি নাগার্জুনের স্ত্রী অমলা। কিন্তু টাবু হায়দরাবাদ থেকে মুম্বাই ফিরে আসার পর অমলা প্রথম মুখ খুলেছিলেন। তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে টাবুর যোগাযোগ আছে। ও যখনই মুম্বাই থেকে আসে আমাদের সঙ্গেই থাকে।" টাবুর স্বামীর চর্চিত সম্পর্ক নিয়ে অমলার মন্তব্য ছিল, "আমি জীবনে খুব সুখী। আমার সংসার মন্দিরের মতো। আমার স্বামীকে নিয়ে এ ধরনের কোনও চর্চাকে একেবারেই সমর্থন করি না। আমি চাই আমার সংসার এসব থেকে দূরে থাকুক।"

আসলেই কি বিচ্ছেদ হচ্ছে, স্পষ্ট করলেন নেহা কক্কর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নেহা কক্কর দীর্ঘদিন প্রেমের পর প্রেমিক রোহনপ্রীতের সঙ্গে ২০২০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়সে আট বছরের ছোট স্বামীর প্রতি ভালোবাসা উজাড় করা নানা বার্তা ও ছবি পোস্ট করেন তিনি। যেকোনো কিছু উদযাপন, ছুটি কাটানোতে একসঙ্গে দেখা যায় তাদের। তবে মাঝে গুঞ্জন উঠে- বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন রোহন-নেহা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গত বছর বলি গায়িকার জন্মদিনের সময় থেকেই বিচ্ছেদের চর্চা শুরু হয়। গুঞ্জন উঠে, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। এ কারণেই বিচ্ছেদ হচ্ছে তাদের। এরই মধ্যে খবর রটে, অন্তঃসত্ত্বা নেহা। এসব নানা ব্যাপারে যখন সোশ্যাল মিডিয়া ভরপুর, তখন বিষয়টি স্পষ্ট করলেন গায়িকা নেহা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তাদের নিয়ে মানুষ সমালোচনা করতে ভালোবাসে, যেটা খুবই দুঃখজনক।

এছাড়া রোহনের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে নেহা বলেন, আসলে কিছু মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে গল্প তৈরি করেন। সেসব মানুষকে খুব একটা পাত্তা দেই না আমি। আমাদের মধ্যকার গল্পটা শুধু আমাদেরই জানা। তিনি আরও জানান, একসময় স্বামী ও পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে এখন কাজে ফিরছেন। পুরোদমে সেদিকে মনোযোগী হতে চান ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত এ তারকা।

সবশেষ নেহা বলেন, আমার স্বামীকে আমি এখন আমার সময়ের বড় একটা অংশ দেয়ার চেষ্টা করি। আমাদের বিয়ের যেহেতু তিন বছর পার হয়েছে, তাই এখন কাজেই মনোযোগ দিতে চাইছি।

ফের অনুপমের বিয়ে, যা বললেন প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের বিয়ে করতে চলেছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় গায়ক অনুপম রায়। পাত্রী গায়িকা প্রস্মিতা পাল। এ বিষয়ে ভারতীয় একটি গণমাধ্যম পিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলে, পিয়া জানান, এ খবর আগে থেকেই জানেন তিনি। পিয়া চক্রবর্তীর ভাষায়- 'যেদিন ওদের বিয়ের খবর জেনেছি, সেদিনই নিজ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি অনুপমকে। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, তা আগেই জানতাম।'

অনুপমের হবু স্ত্রী প্রস্মিতা পাল পিয়ার পূর্ব পরিচিত। তা জানিয়ে পিয়া বলেন, 'ওদের সম্পর্কের কথা আগে থেকেই জানি। আমরা সকবাই সবার চেনা। অনুপম-প্রস্মিতার নতুন জীবন ভালোভাবে শুরু হোক, ওরা ভালো থাকুক, এখন শুধু এটুকুই কামনা।' এক বছর সম্পর্কে থাকার পর বিয়ে করতে যাচ্ছেন অনুপম-প্রস্মিতা। আগামী ২ মার্চ বিয়ে করেবন তারা। দুই পিরবারের সদস্যদের উপিস্থতত আইনি বিয় সারেবন তারা। অনুপমের এটি তৃতীয় আর প্রস্মিতার দ্বিতীয় বিয়ে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে গায়িকা-সমাজকর্মী পিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন অনুপম। ২০২১ সালের ১১ নভেম্বর এক টুইটে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেন অনুপম রায়। যদিও বিবাহবিচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করেননি এই দম্পতি।

বিচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার পর খানিক সময়ের জন্য থমকে যায় অনুপম রায়ের ভক্তরা। বিচ্ছেদের কারণ আড়ালে থাকায় নানা প্রশ্ন তুলেন নেটিজেনরাও। ঠিক ওই সময়ে টলিপাড়ায় গুঞ্জন চাউর হয়, অভিনেতা পরমব্রত চ্যাটার্জির সঙ্গে পিয়ার পরকীয়া সম্পর্কের কারণে সংসার ভেঙেছে অনুপমের। যদিও এই সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন পরমব্রত। গত বছরের ২৭ নভেম্বর পিয়া চক্রবর্তীকে বিয়ে করেন পরমব্রত। এদিন সকাল থেকেই বিষয়টি দুই বাংলায় চর্চায় পরিণত হয়।

প্রথম ছবিতেই বাবার সঙ্গে অভিনয় করবেন সুহানা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জোয়া আখতারের পরিচালনায় 'আর্চিজ'-এর হাত ধরে ওটিটিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান। এবার পা রাখতে চলেছেন বড় পর্দায়। জানা গেছে, বাবা-মেয়েকে নাকি এক ছবিতেই দেখা যাবে। ছবির নাম 'কিং'। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন পরিচালক সুজয় ঘোষ এবং সিদ্ধার্থ আনন্দ। মে মাসেই শুটিং ফ্লোরে যেতে পারে 'কিং'।

২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই ছবি তৈরির পরিকল্পনা চলছে। দুই পরিচালক স্ক্রিপ্ট নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলেন শাহরুখের কাছে। স্ক্রিপ্ট পড়ে শাহরুখ নিজের মতামত দেন। সেই অনুযায়ী স্ক্রিপ্টে নানা পরিবর্তনও আসে। এই সিনেমার একটা বড় অংশজুড়ে রয়েছে অ্যাকশন দৃশ্য। শাহরুখের সঙ্গে আলোচনা করেই নাকি সবকিছু ঠিক করা হয়েছে।

অ্যাকশন দৃশ্যের অনুশীলন হয়েছে শাহরুখের বাংলো 'মান্নাত'-এ। সুহানাও বাবার সঙ্গেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বলিউডে দক্ষ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানেই এই প্রশিক্ষণ পর্ব চলে বলে জানা গেছে। ২০২৩ সালে 'পাঠান' এবং 'জাওয়ান'-এ শাহরুখকে অ্যাকশন অবতারে দেখেছেন দর্শক। তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, 'কিং'-এ একেবারেই অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে শাহরুখকে। আগের দু'টি সিনেমার সঙ্গে নাকি কোনও মিল থাকছে না এই ছবির। 'রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট'-এর সঙ্গে এই ছবির যৌথ প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে সিদ্ধার্থ আনন্দের 'মারফ্লিক্স এন্টারটেনমেন্ট'।

এবার অভিষেক কন্যা আরাধ্যাকে নিয়ে যা বললেন নব্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে বলিউডের অন্যতম নামজাদা পরিবারের সদস্য বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। এর মাঝে বহু বার বিভিন্ন ধরনের গুঞ্জন শোনা গেছে বচ্চন পরিবারকে ঘিরে। শাশুড়ি জয়া বচ্চনের সাথে নাকি একেবারেই বনিবনা হয় না ঐশ্বরিয়ার। বার বার এমন কানাঘুষা শোনা গিয়েছে। যদিও জনসমক্ষে অমিতাভ ও জয়ার পুত্রবধূ হিসাবে নিজেকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী। পুরস্কার বিতরণী থেকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও শাশুড়ির পাশেই দেখা গিয়েছে ঐশ্বরিয়াকে। তবে সাম্প্রতিক খবর, বচ্চন পরিবারে শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্কে নাকি চিড় ধরেছে। শুধু শাশুড়ির সঙ্গেই নয়, ননদ শ্বেতা বচ্চন নন্দার সঙ্গেও নাকি বনিবনা নেই ঐশ্বর্যার। তবে এত কিছুর মধ্যেও ঐশ্বরিয়াকে যাকে এক মুহূর্ত কাছছাড়া করেন, না সে হল তাঁর ১২ বছরের মেয়ে আরাধ্যা। এ বার নিজের মামার মেয়েকে নিয়ে মুখ খুললেন নব্যা নভেলি নন্দা।

বচ্চনদের পরিবারে যতই চাপানউতর থাকুক না কেন, সকলের সামনে তারা সব সময় নিখুঁত। সম্প্রতি নব্যা তার শো 'হোয়াট দ্য হেল নব্যা'র দ্বিতীয় সিজনে তাদের পরিবারের সকলের কথাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বার তিনি আরাধ্যা সম্পর্কে জানান, ১২ বছর বয়স হলেও সে নিজের বয়সের তুলনায় অনেকটাই পরিণত মানসিকতার অধিকারী। নব্যার কথায়, 'আমার আসলে আরাধ্যাকে কোনও উপদেশ দেওয়ার নেই। আমি নিজের ১২ বছর বয়সের কথা ভাবি আর আরাধ্যাকে দেখি। অনেক বেশি পরিণত ও। এ ছাড়াও এখনকার বাচ্চারা চারপাশে যা কিছু ঘটে চলেছে, তা নিয়েও অবগত। তাই ওর মতো একটা বোন পাওয়া সৌভাগ্য।'

হালান্ড একাই করলেন ৫ গোল, কোয়ার্টারে ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবারও 'গোল মেশিন' ফর্মে ফিরে আসলেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড। ইংলিশ এফএ কাপের পঞ্চম রাউন্ডে লুটন টাউনের মাঠে গিয়ে স্বাগতিকদের জালে গুনে গুনে তিনি একাই ৫বার বল জড়ালেন। হালান্ডের দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সে লুটন টাউনকে ৬-২ গোলে হারিয়ে এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নাম লিখলো ম্যানসিটি।

কেনিলওর্থ রোডে লুটন টাউনকে দাঁড়াতেই দেয়নি ম্যানসিটি। ম্যাচের শুরু থেকেই গোল উৎসবে মেতে ওঠে সিটিজেনরা। বিশেষ করে আরলিং হালান্ড। ৩য় মিনিটেই গোলের সূচনা করেন তিনি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই হালান্ড ম্যানসিটির হয়ে নিজের ৮ম হ্যাটট্রিক পূরণ করে ফেলেন। দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে করলেন আরও দুটি গোল।

কিংবদন্তি ফুটবলার জর্জ বেস্টের পর আরলিং হালান্ডই প্রথম ফুটবলার, যিনি এফএ কাপে ৫ গোল করলেন। ১৯৭০ সালে নর্দাম্পটনের বিপক্ষে ম্যানইউর হয়ে একাই ৬ গোল করেছিলেন বেস্ট।

২৩ বছর বয়সী হালান্ডের প্রথম চার গোলেই অবদান ছিল বেলজিয়ামের তারকা ফুটবলার কেভিন ডি ব্রুইনের। তার তৈরি করে দেয়া বলই লুটনের জালে জড়ান নরওয়ের এই তারকা।

২০০৪-০৫ সালের পর ডি ব্রুইন দ্বিতীয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলার, যিনি এফএ কাপে চারটি অ্যাসিস্ট করেছেন। ২০১৯ সালে একই কাজ করেছিলেন ম্যানসিটির জার্মান ফুটবলার ইলকায় গুন্ডোগান।

৩য় মিনিটে প্রথম গোল করার পর ১৮তম মিনিটে দ্বিতীয় এবং ৪০ মিনিটে হাটট্রিক পূরণ করেন হালান্ড। লুটনের হয়ে জর্ডান ক্লার্ক ৪৫তম মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করেন। ম্যাচের ৫২তম মিনিটে ব্যবধান ২-৩ করে ফেলেন জর্ডান ক্লার্কই।

এরপর ৫৫ মিনিটে হালান্ড আরও এক গোল করে ব্যবধান বাড়ান। ৫৮তম মিনিটে করলেন পঞ্চম গোল। মাতেও কোভাসিস ৭২তম মিনিটে গিয়ে আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ৬-২।

টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপেও অনিশ্চিত শামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর আর মাঠে নামা হয়নি মোহাম্মদ শামির। গোড়ালির ইনজুরিতে ভুগছেন এই ভারতীয় পেসার। এবার জানা গেল, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তার খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সোমবার লন্ডনের একটি হাসপাতালে শামির পায়ের গোড়ালির পেছনের অংশে অবস্থিত টেন্ডনে (অ্যাকিলিস টেন্ডন) অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। গত বিশ্বকাপ থেকেই এই চোট ভোগাচ্ছে তাকে। সফল অস্ত্রোপচার শেষে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শামি নিজেই জানিয়েছেন, পুরোপুরি সেরে উঠতে অনেকটা সময় লাগবে তার। নিজের ছবি পোস্ট করে শামি লিখেছেন, 'নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় আছি।'

শামিকে সর্বশেষ গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলতে দেখা গেছে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পূর্ণাঙ্গ সিরিজ মিস করেন তিনি। এছাড়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও খেলতে পারেননি এই ডানহাতি পেসার। শিগগিরই মাঠে গড়াবে আইপিএল। পুরো আসরেই থাকছেন না শামি। এরপর আগামী জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও হয়তো তাকে পাবে না টিম ইন্ডিয়া। আপাতত তাকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

কোহলিকে গাভাস্কারের খোঁচা

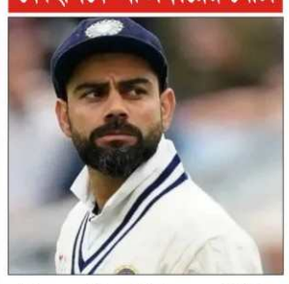

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে জয় পেয়েছে ভারত। এতে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের এক ম্যাচ হাতে রেখেই ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করল রোহিত শর্মার দাল।

তবে এই সিরিজে খেলছেন না বিরাট কোহলি। সম্প্রতি দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হওয়ায় এই সিরিজি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। তবে তার দলে না থাকাকে ভালোভাবে নেয়নি ভারতের সাবেক কিংবদন্তি খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কার।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোহলিকে দলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম টেস্টের আগে তিনি জানিয়ে দেন প্রথম দু'টি টেস্টে খেলবেন না। পরে পুরো সিরিজ থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেন বিরাট। আইপিএল খেলবেন কি না, তা এখনো জানাননি তিনি।

এমন অবস্থায় গাভাস্কার বলেন, 'বিরাট কি আদৌ খেলবে? কিছু একটা কারণে ও খেলছে না। হয়তো আইপিএল খেলবে নাও।'

কোহলিকে পুরো সিরিজে পায়নি ভারত। নেই মোহম্মদ শামিও। চোটের কারণে বাদ পড়েন লোকেশ রাহুল। ফর্মে না থাকার কারণে বাদ পড়েন শ্রেয়াস আয়ার। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মোহম্মদ সিরাজ এবং যসপ্রীত বুমরাহকেও। এরপরেও সিরিজ জিতে নিল ভারত।

গাভাস্কার বিরাটকে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'এত জন বড় নাম না থাকার পরেও সিরিজ জয়, সত্যিই অবিশ্বাস্য।'

বিরাটের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় ২০২১ সালে। সেই সময়ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলে দেশে ফিরে এসেছিলেন বিরাট। প্রথম টেস্টে অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল দলের ইনিংস। এমন অবস্থায় দলকে ফেলে বিরাটের ফিরে আসা ভালোভাবে নেননি গাভাস্কার। বলেছিলেন, তার ছেলে রোহণের জন্মের সময় ক্রিকেট থেকে কোনো ছুটি নেননি তিনি। বিরাট যদিও সে সবে কান দেননি। ভারতও সেই সিরিজ জিতে নিয়েছিল অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে। এ বারেও বিরাটকে ছাড়াই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিল ভারত।

তিলকারত্নে দিলশান এখন অস্ট্রেলিয়ান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের হয়ে জিতেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। উঠেছিলেন ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালেও। শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক তিলকারত্নে দিলশান এখন নতুন পরিচয়ে পরিচিত হবেন। নাগরিকত্ব নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার।

অস্ট্রেলিয়ার এমপি অর্থাৎ সাংসদ জেসন উড বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করেছেন নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে উড লিখেছেন, ও একজন নতুন অসি (অস্ট্রেলিয়ান) এবং স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে আমরা আশা করব ও (দিলশান) স্থানীয় একটা দলে যোগদান করবে। তাদের হয়ে খেলবে। নিজের প্রতিভাকে আমাদের গোটা কমিউনিটির সঙ্গে ও শেয়ার করবে আশা করা যায়। আমাদের কমিউনিটির উন্নতি ঘটাবে ও এটাই আশা করা যায়।'

শ্রীলঙ্কার এই অলরাউন্ডার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ২০১৬ সালে। জাতীয় দলের হয়ে সবমিলিয়ে ৪৯৭টি ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাটিংয়ে 'দিলস্কুপ' শটের আবিষ্কার হিসেবে এবং বল হাতে অফস্পিনে নজরকাড়া কিছু পারফরম্যান্সের কারণে দিলশানকে এখনও মনে রেখেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন দিলশান। টুর্নামেন্টে ৫০০ রান করেছিলেন, সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরিও আছে।

২০১৪ সালে যে শ্রীলঙ্কান দল আইসিসির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন দিলশান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে

বিদায় জানালেন কিউই পেসার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন নিউজিল্যান্ডের পেসার নিল ওয়াগনার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের একাদশে না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ড কোচ গ্যারি স্টিডের সঙ্গে আলোচনার পরই মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ওয়াগনার।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আসন্ন টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়াগনারকে একাদশে না রাখার কথা জানিয়ে দেন নিউজিল্যান্ড দলের নির্বাচকরা। দলের কোচ গ্যারি স্টিডও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন ওয়াগনারের সঙ্গে। এরপরই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন ৩৭ বছর বয়সী পেসার। ফলে জন্মভূমি দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচটিই তার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন তিনি।

কিউইদের জার্সিতে ৬৪ টেস্টে ২৭.২৭ গড়ে ২৬০ উইকেট নিয়েছেন এই ডানহাতি পেসার। টেস্টে নিউজিল্যান্ডের পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি তিনি। তার বোলিং স্ট্রাইক রেট ৫২.৭, যা ১০০ উইকেট নেওয়া কিউই বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা। তার চেয়ে ভালো স্ট্রাইক রেট ছিল স্যার রিচার্ড হ্যাডলির। ২০০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি জমান ওয়াগনার। ২০১২ সালে কিউইদের জার্সিতে অভিষেক হয় তার। কিউইদের ২০২১ সালে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতাতে বড় ভূমিকা রাখেন ওয়াগনার। তবে সাম্প্রতিক সময়ে দলে জায়গা পাচ্ছিলেন না তিনি। আর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে কখনো সুযোগই পাননি।

ফের ডাগআউটে ফিরতে চান জিদান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় তিন বছর ধরে কোচিংয়ে নেই জিনেদিন জিদান। তার পরবর্তী ঠিকানা কোথায় হবে, তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই শুরু হয় নানা জল্পনা-কল্পনা। নতুন গুঞ্জন আগামী মৌসুমে বায়ার্ন মিউনিখের ডাগআউটে দেখা যেতে পারে তাকে। ফরাসি কিংবদন্তি নিজেই এবার বললেন, কোচিংয়ে ফিরতে চান তিনি। যদিও ভবিষ্যৎ ঠিকানা নিয়ে কিছু বলেননি। চলতি মৌসুম শেষে কোচ টমাস টুখেলের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার কথা কদিন আগেই জানিয়ে দিয়েছে বায়ার্ন। তারপর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে, পরের মৌসুমে জিদানকে কোচ হিসেবে পেতে আগ্রহী জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। ইতালি ও ইউভেন্তুসের সাবেক কোচ মার্সেলো লিপ্পিকে নিয়ে সম্প্রতি একটি তথ্যচিত্রের প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে কোচিংয়ে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান ৫১ বছর বয়সী জিদান। তাকে প্রশ্ন করা হয় মূলত ইতালিতে কোচিং করানো নিয়ে। জিদান বলেন, একদিন ইতালিতে কোচিং? কেন নয়? যে কোনো কিছু ঘটতে পারে, তবে আপাতত আমি অন্য কিছুতে সম্পৃক্ত আছি। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, ডাগআউটে ফিরব, আমি আবার কোচিং করাতে চাই। ২০২১ সালের মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে কোচিংয়ের বাইরে আছেন জিদান। পেশাদার কোচ হিসেবে এখন পর্যন্ত কেবল রেয়ালের দায়িত্বই পালন করেছেন তিনি। দলটিকে টানা তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ দুই মেয়াদে মোট ১১টি শিরোপা জিতিয়েছেন সাবেক এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের আগে-পরে জোরাল গুঞ্জন উঠেছিল, ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে পারেন তিনি। সে সময়েও একবার জিদান বলেছিলেন, 'শিগগিরই' কোচিংয়ে ফিরবেন তিনি। বিশ্বকাপের পর কোচ দিদিয়ে দেশমের সঙ্গেই চুক্তি নবায়ন করে ফ্রান্স। জিদানের ডাগআউটে ফেরার অপেক্ষা দীর্ঘ হতে থাকে।

টি-২০'তে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন নামিবিয়ার ব্যাটার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন নামিবিয়ার ব্যাটার জন নিকোল লফটি-ইটন। এক বছরের ব্যবধানে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন এই ইতিহাস গড়লেন নামিবিয়ার এই ব্যাটার।

এক বছর আগে ঠিক এই দিনেই দ্রুত সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড গড়েন নেপালের কুশল মাল্লা। ঠিক এক বছর পরে তার চোখের সামনে সেই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেন জান নিকোল লফটি-ইটন।

মঙ্গলবার ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে মাত্র ৩৩ বলে সেঞ্চুরি হাঁকান বাঁহাতি এই ব্যাটার।

জান নিকোল লফটি-ইটন ব্যাটিংয়েই নামেন ম্যাচের ১১তম ওভারে। সেখান থেকে ৩৬ বলে ১১ চার ও ৮ ছক্কায় ১০১ রানের বিধ্বংসী এক ইনিংস খেলেন তিনি। তার সেঞ্চুরিতে ভর করে ৪ উইকেটে ২০৬ রানের বড় সংগ্রহ জমা করে নামিবিয়া। পরে নেপালকে ১৮৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে ২০ রানের জয় তুলে নেয় তারা।

ব্যাটিংয়ের মতো বোলিংয়েও অবদান রাখেন ইটন। ডানহাতি স্পিনে ৩ ওভারে ২৯ রান খরচ করে শিকার করেন ২২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। ফলে ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে এশিয়ান গেমসের ম্যাচে মাত্র ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করেন নেপালের কুশল মাল্লা। সেই ইনিংসে তিনি ৮টি চার ও ১২টি ছক্কার সাহায্যে ৫০ বলে ১৩৭ রানে করে অপরাজিত থাকেন। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান করার পথে মাল্লা একযোগে ভেঙে দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলার, ভারতের রোহিত শর্মা ও চেক প্রজাতন্ত্রের সুদেশ বিক্রমাশেখরার যৌথ নজির।

আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সব থেকে কম বলে সেঞ্চুরি-

১. জান নিকোল লফটি-ইটন (নমিবিয়া)-৩৩ বল।

২. কুশল মাল্লা (নেপাল)-৩৪ বলে।

৩. ডেভিড মিলার (দক্ষিণ আফ্রিকা)-৩৫ বল।

৪. রোহিত শর্মা (ভারত)-৩৫ বল।

৫. সুদেশ বিক্রমাশেখরা (চেক প্রজাতন্ত্র)-৩৫ বল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR